আলোচনার কেন্দ্রে

ইরানের পরমাণু বোমা

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা ও কণিকা বিশ্বাস**

১৭ ফেব্রুয়ারি। একটি খবরে আঁতকে ওঠে গোটা বিশ্ব। ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বুশেহ্‌রে দেশটির পারমানবিক স্থাপনার কাছে বিস্ফোরণ ঘটেছে। সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রচার করতে থাকে, অজ্ঞাতনামা এয়ারক্রাফট থেকে ছোঁড়া হয়েছে মিসাইল। টার্গেট ইরানের পরমাণু রিঅ্যাক্টর। রুদ্ধশ্বাসে সবাই অপেক্ষায় থাকে পরবর্তী ঘটনার। এমন আশংকার কারণ সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হুমকি ও উভয়পক্ষের বাকযুদ্ধ।

ইরানের পরমাণু কর্মসূচি সম্পর্কে বিশ্ব প্রথম জানতে পারে ২০০২ সালের আগস্টে। প্রবাসে নির্বাসিত বিরোধী রাজনৈতিক গ্রুপগুলোর মাধ্যমে। 'ইরানের বিপ্লবী কাউন্সিল' নামে এক গোষ্ঠীর দেয়া তথ্য মতে, তেহরানের ২০০ মাইল দক্ষিণে বুশেহর শহরে গত ১৮ বছর ধরে ইরান পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

এ খবর প্রচারিত হবার পরপরই বিশ্বে হৈ চৈ পড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর টনক নড়ে। ইরানে ছুটে যায় 'আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কমিশনের' প্রধান মোহাম্মদ আল-বারাদির নেতৃত্বাধীন একটি দল। নাতানজ শহরে কমিশনের সদস্যরা একটি ভূগর্ভস্থ সেন্ট্রিফিউজ প্লান্টের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে তেহরান গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও ইরান বরাবরই বলে আসছে, পরমাণু অস্ত্র নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বাড়তি বিদ্যুৎ রপ্তানিই তাদের উদ্দেশ্য।

বহুদিন থেকে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে পশ্চিমা মিডিয়ায় পরস্পরবিরোধী সংবাদ পরিবেশিত হয়ে আসছে। ইরানের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করেছে এমন পশ্চিমা কর্মকর্তারা মনে করেন, দেশটি সাবেক পাকিস্তানি পরমাণু বিজ্ঞানী ড. আব্দুল কাদের খানের কাছ থেকে 'অ্যাডভান্সড পি-২' ফর্মূলা পেয়েছে। এহেন গুজবের ডালপালার অভাব নেই। এমন কথাও শোনা যায়, নাতানজের প্লান্টের কাছে আরো একটি প্লান্ট নির্মাণাধীন আছে যেখানে প্রায় ৫০ হাজার সেন্ট্রিফিউজ বসানো সম্ভব। যা দিয়ে ১৫-২০টি পারমাণবিক বোমা তৈরি সম্ভব। 'আণবিক শক্তি কমিশনের' পরিদর্শকরা রিপোর্টে উল্লেখ করেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র সক্ষমতার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ব্যাপারে সবচে বেশি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল। দুটো দেশই মনে করে, ইরানের হাতে অ্যাটম বোমা থাকার মানে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে

এক নজরে ইরানের পরমাণু সংকট

■ **আগস্ট, ২০০২ :** প্রথমবারের মতো ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কে জানা যায়। পক্ষত্যাগী একটি নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল প্যারিসে এই খবর প্রকাশ করে।

■ **ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ :** আল-বারাদির ইরান সফর। মাত্রাতিরিক্ত ইউরেনিয়ামের সন্ধান লাভ। পরবর্তীতে বারাদি জানান, ইরান কিছু প্রশ্নের সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

■ **সেপ্টেম্বর, ২০০৩ :** যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, ইরান পরমাণু নিষিদ্ধকরণ চুক্তি অমান্য করছে। ওয়াশিংটন তেহরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে চাপ দেয়। ইউরোপীয় তিনটি দেশ অক্টোবর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়।

■ **অক্টোবর, ২০০৩ :** ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইরানের মধ্যকার আলোচনার পর তেহরান পরমাণু কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেয়।

■ **ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ :** পাকিস্তানি বিজ্ঞানী আব্দুল কাদের খান স্বীকার করেন, তিনি ইরান, লিবিয়া ও উঃ কোরিয়ার কাছে অর্থের বিনিময়ে পারমাণবিক অস্ত্রের ফর্মূলা বিক্রি করেছেন।

■ **জুন, ২০০৪ :** পরমাণু কমিশন দাবি করে, ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করণ কার্যক্রম বন্ধ করেনি। ফলে ইইউ-ইরান আলোচনা ভেঙে যায়।

■ **নবেম্বর, ২০০৪ :** দু'পক্ষের আলোচনা পুনরায় শুরু। ইরান পুনরায় পারমাণবিক কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করে।

■ **ডিসেম্বর, ২০০৪ :** ইইউ-ইরান চুক্তি বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন।

তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হয়ে যাওয়া। তাই দু'দেশের কেউই চায় না ইরান পরমাণু বোমার মালিক বনে যাক। ইসরায়েল ইতিমধ্যে হুমকি দিয়েছে, তেহরান যদি বোমা তৈরির কাজে আরো এগিয়ে যায়, তবে তারা দেশটির পরমাণু স্থাপনায় আঘাত করবে। প্রসঙ্গত, '৮০'র দশকে ইরাকের ওসিরাক পরমাণু কেন্দ্রে ইসরায়েলি কমান্ডোদের বিমান হামলার কথা স্মরণ করা যায়। এছাড়া পত্র-পত্রিকায় এমন সংবাদও পরিবেশিত হয়েছে যে, ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের লোকজন সিআইএ-র সহযোগিতায় ইরানের লাগোয়া ইরাকি দ্বীপ উম্ম-আল-রাসাসে ঘাঁটি গেড়েছে। এখানে উঁচু টাওয়ার বসিয়ে তারা ইরানের ভূ খন্ডে নজরদারি করছে। অতি সম্প্রতি বুশেহ্‌রের পারমাণবিক স্থাপনার কাছে অজ্ঞাত বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরণ থেকে ইসরায়েলি তৎপরতা টের পাওয়া যায়। এছাড়া ইরান অভিযোগ করেছে, ইরানের পারমাণবিক প্লান্টের উপরের আকাশে চকচকে বস্তু উড়ে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। এগুলো আসলে আমেরিকার মনুষ্যবিহীন গোয়েন্দা বিমান। এগুলো ইরানের পারমাণবিক প্লান্টের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করছে।

ইরান পরমাণু বোমা তৈরির ঠিক কোন স্তরে রয়েছে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। তথাকথিত পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা বলছেন 'কয়েক মাস' দূরে। অবশ্য এ জাতীয় কথার কোনো ভিত্তি নেই। ইরাক যুদ্ধের আগেও বলা হয়েছিল

দেশটি মাত্র ৪৫ মিনিটের মধ্যে গণবিধ্বংসী অস্ত্র প্রয়োগে সক্ষম। পরবর্তীকে দেখা যায় এ জাতীয় 'তথ্যপ্রমাণ' স্রেফ ধাপ্পাবাজি। তবে একথা ঠিক যে ইরান ইতিমধ্যে পারমাণবিক ওয়ারহেড বহনে সক্ষম দূরপাল্লার মিসাইল তৈরি সম্পন্ন করেছে। সাহাব-৩ নামে এই ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েল, ইউরোপের কিয়দংশ এবং উপসাগরে অবস্থানরত মার্কিন রণতরীসমূহে আঘাত হানতে সক্ষম। কাজেই, তেল আবিব বা ওয়াশিংটন ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে চিন্তায় থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

ইরানকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি থেকে বিরত রাখতে উদ্যোগ নিয়েছে ইউরোপের কয়েকটি দেশ। ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানি এর মূল উদ্যোক্তা। দেশ তিনটি পারমাণবিক কর্মসূচি স্থগিতের বিনিময়ে দেশটিতে আরো বেশি বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে রাশিয়া জানিয়েছে তারা ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিতে প্রকৌশলগত সুবিধা অব্যাহত রাখবে। অন্যদিকে, ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল খারাজি বিশ্ব সম্প্রদায়কে জানিয়েছেন, তার দেশ পরমাণু বোমা বানাতে আগ্রহী নয়। তবে পরমাণু গবেষণা থেকেও ইরান সরে আসবে না।

সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে পুনরায় শোরগোল উঠেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কনডোলিজা রাইস ইউরোপ সফরে গিয়ে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ইরান যদি পরমাণু কর্মসূচি থেকে সরে না আসে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে বিমুখ হবে না। ইরানও পাল্টা হুমকি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলকে নিরাপদ করতে আগামী দিনগুলিতে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আরো জল ঘোলা করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

Biv‡Ki bZb cavbgš¿x Bewng Rvdwi

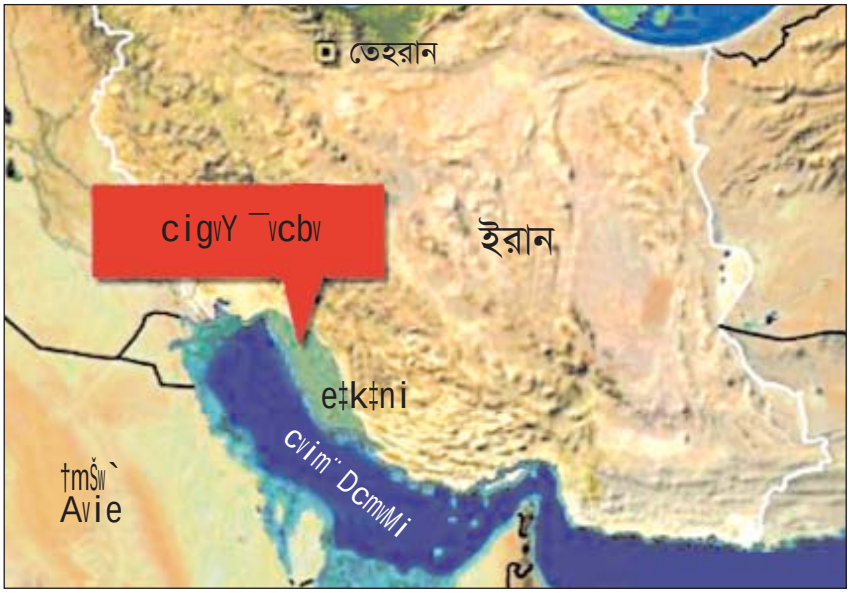

ইরাকের বহুল আলোচিত নির্বাচন এবং ভোট গণনা শেষ হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন পার্লামেন্ট নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে শিয়া দলসমূহের জোট 'ইউনাইটেড ইরাকি এলায়েন্স পার্টি'। ৪৮ শতাংশ ভোট পাওয়া দলটির পার্লামেন্টে আসন সংখ্যা ১৪০টি। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কুর্দি পার্টি। এরা পেয়েছে ৭৫টি আসন। অন্যদিকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইয়াদ আলাবির দল ৪০টি আসন পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। উল্লেখ্য, ইরাকি পার্লামেন্টে আসন সংখ্যা ২৭৫টি। পার্লামেন্ট একজন প্রেসিডেন্ট এবং দু'জন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে।

প্রধানমন্ত্রী কে হচ্ছেন সে নিয়ে আলোচনা এখন তুঙ্গে। সবেচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম জাফরির নাম। ৫৮ বছর বয়সী এই ডাক্তার ইসলামিক দাওয়া পার্টির মুখপাত্র। ভদ্রলোকের জন্ম ১৯৪৭ সালে কারবালায়। মসুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি শাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। আশির দশক থেকে ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন।

ইরাকের শিয়া আন্দোলনে দাওয়া পার্টি একটি পুরনো নাম। সত্তরের দশকে দলটি সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট জনমত গড়ে তোলে। এবারের নির্বাচনে শিয়া জোটের অধীনে অংশ নিলেও শিয়া নেতা আয়াতুল্লাহ আলী সিস্তানির বিশেষ অনুগ্রহ ছিল দলটির প্রতি।

সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা গেছে, ভোটারদের মাঝে জাফরি বিশেষ জনপ্রিয়। আয়াতুল্লাহ সিস্তানি এবং মুকতাদা আল সদরের পরেই তার স্থান। সুন্নি এবং কুর্দিদের মাঝেও তার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তবে অনেকেরই অভিযোগ রয়েছে, জাফরির সঙ্গে ইরানের ঘনিষ্ঠতা বাড়াবাড়ি রকমের। যার ফলাফল হতে পারে ইরাকে তেহরান স্টাইলের ধর্মভিত্তিক সরকার।